কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 APR 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 07

ইচ্ছামতো বেতন-ফি বাড়াচ্ছে মনিপুর স্কুল

শরীফুল আলম সুমন ▷

প্রতিবছরই নানা অনিয়ম ঘটিয়ে আলোচনায় আসে রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ বছরও সব শ্রেণির বেতন, পরীক্ষার ফি বাড়ানোসহ পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে বাড়ানো হয়েছে সব শ্রেণির বেতন। আর এপ্রিল মাস থেকে বাড়ানো হয়েছে মাসিক, ষান্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফি। এ ছাড়া আগামী মাস থেকে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোচিং না করলেও সব শিক্ষার্থীকে এ বাবদ মাসিক ফি দিতেই হবে। অভিভাবকরা বলছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের মতামতের কোনো মূল্যই দেয় না। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়ে অভিভাবকদের ওপর চাপিয়ে দেয়। 'মূলত কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছামতো এবার বেতন ও ফি বাড়িয়েছে।

কয়েকজন অভিভাবক জানান, গত শনিবার কর্তৃপক্ষ পঞ্চম শ্রেণির অভিভাবকদের স্কুলে ডাকে। মর্নিং শিফটের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা যান সকাল ৯টায় এবং ডে শিফটের অভিভাবকরা যান সকাল ১১টায়। সেখানে বলা হয়, প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) পরীক্ষা উপলক্ষে আগামী মে মাস থেকে বিশেষ কোচিং শুরু হবে। কোচিং ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। মর্নিং শিফটের ক্লাস শেষে এবং ডে শিফটের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে দুই ঘণ্টার এই কোচিং করানো হবে। সবাইকে বাধ্যতামূলক কোচিংয়ে অংশ নিতে হবে। কেউ এই কোচিং করতে না চাইলেও তাদের ফি পরিশোধ করতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কোচিং বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত জানানোর পর অভিভাবকদের অনেকেই এর প্রতিবাদ করেন। এক অভিভাবক বলেন, 'আপনারা কোচিংয়ে যা পড়াবেন তা ক্লাসে পড়ালেই তো হয়। আর আমরা অনেকেই কোচিং করানোর জন্য আর্থিকভাবে সাবলম্বী নই, আবার সময়েরও স্বল্পতা আছে।'

জানা যায়, অভিভাবকদের আপত্তির মুখে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, ৪৫ মিনিটের ক্লাসে সব কিছু পড়ানো সম্ভব নয়। তাই সবাইকে কোচিং করতে হবে। কেউ না করতে চাইলেও তাকে ফি পরিশোধ করতে হবে।

মূল শাখার পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার বাচ্চা মর্নিং শিফটে পড়ে। সকাল সাড়ে ৭টায় ক্লাস শুরু হয়ে শেষ হয় সাড়ে ১১টায়। এরপর যদি কোচিং করে তাহলে তা শেষ হবে দেড়টায়। এত সময় স্কুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আর আমি তো আগে থেকেই প্রাইভেটে পড়াচ্ছি। এখন আবার নতুন করে কোচিংয়ের খরচ জোগানোও কষ্টসাধ্য। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ নাছোড়বান্দা। এখন কোচিং না করলে টাকা তো দিতেই হবে, আবার শিক্ষকদের কুনজরে পড়তে হবে। কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থী যদি কোচিং করতে না চায় তাহলে জোর করা যাবে না—নীতিমালায় তা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। আর বেতন বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়। কেন তারা বেতন

কোচিং বাধ্যতামূলক, না করলেও ফি গুনতে হবে। শিক্ষার্থীদের পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির কোচিং বাবদ মাসে আয় হবে ৭০ লাখ টাকা

বৃদ্ধি করবে এর সুনির্দিষ্ট কারণ ও যুক্তি থাকতে হবে। মনিপুর স্কুল যেহেতু এমপিওভুক্ত তাই তারা ব্যত্যয় করলে খোঁজখবর নিয়ে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

জানা যায়, মনিপুরে স্কুলের প্রধান শাখা, রূপনগর ও ইব্রাহীমপুর শাখার প্রতিটিতে পঞ্চম শ্রেণিতে মর্নিং শিফটে চারটি ও ডে শিফটে চারটি করে সেকশন রয়েছে। আর শেওড়াপাড়া শাখায় মর্নিংয়ে ১০টি ও দিবায় ১০টি সেকশন রয়েছে। প্রতি সেকশনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০। সেই হিসাবে পঞ্চম শ্রেণিতেই এই স্কুলে প্রায় তিন হাজার ৫২০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। অষ্টম শ্রেণিতে আছে প্রায় অনুরূপ সংখ্যক। তাদেরও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার জন্য কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দুই শ্রেণির প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোচিং বাবদ প্রতি মাসে আয় করবে ৭০ লাখ টাকা। এই স্কুলে শুধু পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিই নয়, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতেও কোচিং বাধ্যতামূলক বলে জানান অভিভাবকরা। কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত নীতিমালায় বলা হয়েছে, আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল সময়ের আগে বা পরে কোচিং করানো যাবে। তবে কোনোভাবেই জোর করা যাবে না। এ জন্য মেট্রোপলিটন শহরে বিষয়প্রতি ৩০০, জেলা শহরে ২০০ ও উপজেলা পর্যায়ে ১৫০ টাকা গ্রহণ করা যাবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য এ হার কমাতে বা মওকুফ করতে হবে। প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবে। কোনো শিক্ষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাইরের কোনো কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। অভিভাবকদের অভিযোগ, এই নীতিমালার কোনোটিই মানছে না মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ।

জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা কোচিংয়ের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করছি। এখনো সব শাখার অভিভাবকদের ডাকা শেষ হয়নি।' কোচিং বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আলাপ-আলোচনা চলছে, এটুকুই লেখেন। এখন যদি অভিভাবকদের বরাত দিয়ে বাধ্যতামূলক লিখতে চান তাহলে লেখেন।'

স্কুল সূত্রে জানা যায়, গত বছর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাসিক বেতন ছিল ৯০০ টাকা করে। গত জানুয়ারি মাস থেকে তা বাড়িয়ে ১১০০ টাকা করা হয়েছে। আর ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাসিক বেতন ১০০০ থেকে বাড়িয়ে ১২০০ টাকা করা হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে মাসিক পরীক্ষার ফি ১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা হয়েছে। আর অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফি ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে বেতনের সমপরিমাণ করা হলেও অভিভাবকদের চাপের মুখে তা কমিয়ে বেতনের অর্ধেক করা হয়েছে।

কয়েকজন অভিভাবক জানান, নিচের দিকে প্রতিটি ক্লাসেই ৮০ জন করে শিক্ষার্থী থাকে। এ জন্য ক্লাসে থাকেন দুজন টিচার। কিন্তু তাঁদের ডায়েরি লিখতে লিখতেই সময় শেষ হয়ে যায়। ফলে পড়ালেখা হয়ে পড়েছে ডায়েরিনির্ভর। বাধ্য হয়েই ছোট বাচ্চাদের বাইরে কোচিংয়ে দিতে হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'স্কুলের প্রধান শাখার আশপাশেই প্রায় ১৫টি কোচিং সেন্টার আছে। স্কুলে তেমন পড়ানো হয় না বলেই বাচ্চাকে একটি কোচিংয়ে দিয়েছি। কোচিং ফি দিতে হয় মাসে এক হাজার ৫০০ টাকা। আর ষষ্ঠ শ্রেণির পরে এই কোচিং ফি এক হাজার ৮০০ টাকা। কোচিংয়ে স্কুলের টিচাররা না থাকলেও তাঁদের সঙ্গে অবশ্যই এই কোচিংয়ের যোগসূত্র আছে।'